দৈনিক জনকণ্ঠ

MAR. 02 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

বিএনপি ক্যাডারদের তাণ্ডব ॥ লালপুরে ভার্সিটি ছাত্র গুলিতে হত, শরীয়তপুরে আওয়ামী সমর্থকদের বাড়িঘরে হামলা

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ নাটোরের লালপুর উপজেলায় বৃহস্পতিবার রাতে বিএনপি সন্ত্রাসীদের হাতে এক ভার্সিটি ছাত্র নিহত হয়েছে। সন্ত্রাসীরা স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা শামীম রেজার বাড়িতে তাণ্ডব চালায়। অপরদিকে শরীয়তপুরের সদর উপজেলার আটং গ্রামে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের ৬টি বাড়িতে ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়।

নাটোর থেকে সংবাদদাতা জানান, নির্বাচনের পর থেকে বিএনপির সন্ত্রাসে নাটোরের লালপুর উপজেলার সংখ্যালঘু ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের প্রতিটি দিন কাটছে আতঙ্ক আর হয়রানির মধ্যে. মাত্র ১২ ঘণ্টার ব্যবধানে বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত দেড় ঘণ্টার সন্ত্রাসে হাবিবপুরের ভার্সিটি ছাত্র মোয়াজ্জেম হোসেন প্রাণ হারিয়েছে। তাকে সরাসরি গুলি করে হত্যা করা হয়। সন্ত্রাসীদের তাণ্ডবের শিকার হয়েছে হাবিবপুর গ্রামের আওয়ামী লীগ সমর্থকদের বাড়িঘর। দুই মহিলাসহ আহত হয়েছে পাঁচজন। দেড় ঘণ্টার তাণ্ডবে বাড়িঘর ভাংচুর, লুটপাট ও তছনছ করে সন্ত্রাসীরা উল্লাস করতে করতে ফিরে গেছে।

(২- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

বিএনপি ক্যাডারদের (প্রথম পাতার পর)

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে পার্শ্ববর্তী গ্রাম বাহাদুরপুরের ইউপি মেম্বার আবদুল খালেকের নেতৃত্বে শতাধিক সন্ত্রাসী হাবিবপুরের আওয়ামী লীগ নেতা শামীম রেজার বাড়িতে হামলা করে। সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের ভয়ে শামীম রেজা প্রাণ বাঁচাতে খাটের নিচে লুকিয়ে পড়েন। তাকে না পেয়ে সন্ত্রাসীরা শামীম রেজার স্ত্রী শাহেলা খাতুন (২২) ও ভাবি রেবেনা খাতুন (২৫) কে বেদম মারপিট করে শামীম রেজার অবস্থান জানতে চায়। সন্ত্রাসীরা এ সময় আওয়ামী লীগ নেতার বাড়িঘর ভাংচুর ও তছনছ করে। পরে তারা গ্রামের আওয়ামী লীগ কর্মী ও সমর্থকদের বাড়িঘরও ভাংচুর করেছে। তাদের মারপিটের শিকার হয়েছে শাকের হোসেন (২৬)। গ্রামের অন্যরা পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। এ সময় শামীম রেজার ভাতিজা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের ছাত্র মোয়াজ্জেম হোসেনকে দেখতে পেয়ে সন্ত্রাসীরা তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। এতে সে ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। হাবিবপুর গ্রাম এখন আওয়ামী লীগ শূন্য। বাড়ির মেয়েরা রয়েছে আতঙ্কে। লালপুর হাসপাতালে ভর্তি আহত দুই মহিলার একজন গুলিবিদ্ধ বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়। এদিকে এ ঘটনায় এলাকায় থমথমে ভাব বিরাজ করছে। জেলা প্রশাসক, ডিআইজি ও পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। গ্রামে অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প বসেছে। নিহতের পিতা বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা করেছেন।

শরীয়তপুর থেকে সংবাদদাতা জানান, বৃহস্পতিবার রাতে শরীয়তপুর সদর উপজেলার আটং গ্রামে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের ৬টি বাড়িতে ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। এর মধ্যে আবদুর রব হাওলাদারের ১টি ঘর, আলী আকবর হাওলাদারের ২টি ঘর, মকবুল হোসেনের ১টি ঘর, আলী হোসেনের ১টি ঘর ও আবুল হোসেন হাওলাদারের ১টি ঘর রয়েছে। বর্তমানে এসব ঘরের মালিকরা অন্যত্র তাদের আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে।

জানা গেছে, ৭০/৭৫ জনের সন্ত্রাসী দল বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক ৯টায় আটং গ্রামের আওয়ামী লীগ সমর্থক আবদুর রব হাওলাদারের বাড়িতে গিয়ে অস্ত্রের মুখে বাড়ির লোকজনকে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে বলে। আবদুর রব হাওলাদারের স্ত্রী আখিয়া বেগম তার ১২ বছরের ছেলে রফিককে নিয়ে সন্ত্রাসীদের হুকুম মোতাবেক ঘর থেকে বের হয়ে যায়। এরপর সন্ত্রাসীরা ঘরের সমস্ত টিনের চালা ও বেড়াগুলো ধারালো রামদা দিয়ে কুপিয়ে কেটে ফেলে এবং ঘরের ভিতর ঢুকে মালামাল লুটপাট করাসহ আসবাবপত্র তছনছ করে ঘরে থাকা ধান চাল একত্রে মিশিয়ে ফেলে। ঘরের কাপড়চোপড় কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। সন্ত্রাসীরা পার্শ্ববর্তী আলী আকবর হাওলাদারের বাড়িতে হামলা চালিয়ে ২টি ঘর ভাংচুর ও লুটপাট করে। আলী আকবর হাওলাদারের স্ত্রী নূরজাহান বেগম জানান, সন্ত্রাসীরা ঘরে ঢুকে ঘরের সমস্ত মালামাল লুটপাট করে নিয়ে যায়। এরপর সন্ত্রাসীরা ঘর ভাংচুর করে। একইভাবে হামলা চালিয়ে সন্ত্রাসীরা পার্শ্ববর্তী মকবুল হোসেন হাওলাদারের ১টি ঘর, আলী হোসেন হাওলাদারের ১টি ঘর, আবুল হোসেন হাওলাদারের ১টি ঘর ভাংচুর ও লুটপাট করে। ঘটনার দিন রাতেই পুলিশ এলাকা পরিদর্শন করেছে। বর্তমানে এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।